শিল্পী যোগেন চৌধুরীর চোখে ফোটোগ্রাফি

সাক্ষাৎকার অতনু পাল

অতনু ঃ ফোটোগ্রাফ বা চিত্রকলা টু-ডাইমেনশনাল, স্থাপত্য থ্রি-ডাইমেনশনাল। মাত্রাগত দিক দিয়ে খুব স্বাভাবিভাবেই স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পীরা আমাদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে । ফলে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে কোনো কিছু প্রকাশ করতে আমাদের থেকে অনেকটা আনুকূল্য পেয়ে থাকেন। আপনার কখনো কি মনে হয় যদি আমরা এইভাবে ছবিটি আঁকি বা এমনভাবে ছবি তুলি যাতে আরেকটা মাত্রা আমাদের ছবির প্রকৃত ভাবটিকে আরও বেশী ফুটিয়ে তুলতে পারবে ?

যোগেন ঃ 'চিত্রকলা' নয়, আমি বলব কথাটা হচ্ছে আর্ট। বিভিন্ন 'আর্টফর্মই' একটা ইউনিফায়েড আটফর্মের সাথে যুক্ত। এই নয় যে পেনটিং বা স্কাল্পচারই একমাত্র আর্ট। এর মাঝামাঝি অনেকধনের 'মিক্সড' আর্ট' হতে পার। ---হাজার রকমের 'মিক্সড আর্ট' হতে পারে। যেমন ধন নৃত্যকলা--- এতে আর্টফর্মের বিভিন্ন দিক--- যেমন ফর্ম, আলো,হিউম্যান ফিগারের পার্টিসিপেশন, ডাইমেন্শন, স্কাল্পচারাল কোয়ালিটি, নাটক, রং আরও কত কি থাকে। অর্থাৎ একটা নৃত্যপরিবেশনের মধ্যেই আমরা এত কিছু পাচ্ছি। তার মানে আমরা একরকম মেনেই নিচ্ছি যে আটফর্মের মধ্যে মাল্টিপল আর্টফর্ম কাজ করে। সিনেমার মধ্যেও তাই আছে। ছবি আছে, নাটক আছে, গল্প আছে ছবির গুণ বা পিকটোরিয়াল এলিমেন্টসগুলো আছে. সিনেমাও একটা মাল্টিমিডিয়া এক্সপ্রেশন । তার মানে আমাদের যা কিছু আর্ট হচ্ছে, আমরা মেনে নিয়েছি তার মধ্যে মাল্টিমিড়িয়া এক্সপ্রেশন থাকতেই পার। বরং এর মধ্যে আরও বেশী মিশ্রণ হতে পারে।

আজকাল আমরা যেমন দেখছি স্কাল্পচারের সাথে পেন্টিং - এর একটা মিশ্রণ ঘটানো হচ্ছে। কোনো স্কাল্পচারাল অবজেক্টের পেন্টিং হচ্ছে। তারও নানারকম ফর্ম আছে। তারই মধ্যে ইনস্টলেশন বলে বর্তমানে যেমন থ্রি ডাইমেশনাল আর্ট হচ্ছে এবং পারফর্মিং আর্ট হচ্ছে আর্টের ক্ষেত্রেই। সেটা পেন্টিং নয়, পেন্টিং থেকে বেরিয়ে এসে আর্টিস্টরাই পারফর্ম করছে। তারা একটা ঘরের মধ্যে এমনভাবে পারফর্ম করছে যেন সেটাই একটা অন্য আর্টফর্ম হিসাবে চিহ্নিত হচ্চে। একটা ইনভলভ্মেন্ট সৃষ্টি করচে তারা। সুতরাং মাল্টিমিডিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের মিডিয়া একসাথে মিলে যে আর্টফর্ম সৃষ্টি করছে সেটা আমরা অনেকদিন হলো মেনে নিয়েছি। এটা শুধু মডার্নই নয়, এটাকে প্রিহিস্টরিকও বলা যেতে পারে। মানবজন্মের অস্তিত্বের সঙ্গেই আর্ট একাকার হয়ে আছে। আমরা মানবসভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখতে পাই তখনকার সমাজে জীবনের বিভিন্ন ধাপে, কাজকর্ম, জীবনযাপন, কৃষিকাজ এরকম কাজের মধ্যেই, উৎসবের মধ্যেই সেই সূক্ষ্ম আর্ট কোয়ালিটির বিভিন্ন প্রকাশ। এই ধরন, মুসলিম সম্প্রাদায়ের য়ে 'তাজিয়া'---- তার মধ্যেও বিভিন্ন রকম আর্টফর্ম খুঁজে পাবেন। আবার গ্রামেগঞ্জে বটগাছের নীচে নানারকম ফ্ল্যাগ, নুড়িদিয়ে রং করা পাথর, মূর্তির ওপর রং করা কাপড় ঝুলছে সেখানেও আমাদের আর্টফর্মের বেসিক সেন্স কাজ করে। বসন্তোৎবে যে রং-এর খেলা, আবার গ্রামে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, বিয়ে অন্নপ্রাশন থেকে আরম্ভ করে আরওবিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে রঙ এর ব্যবহার দেখতে পাই তার মূলেও আছে এই আর্টের স্পিরিট।

অতনু ঃ এবার আসছি ছবি বা ফোটোগ্রাফি 'ডিসপ্লে'র ক্ষেত্রে । আমরা দেখেছি বেশিরভাগ প্রদর্শনীতে ছবি খুব দায়সারাভাবে টাঙানো হয়। কোন ছবির পরে কোন ছবি থাকলে ভালো হয়, প্রদর্শনী কক্ষের আলো কেমন থাকবে, প্রদর্শনীকক্ষে মিউজিক চালানো হলে কি ধরনের মিউজিক বাজবে---- এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তা না করেই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় । আমরা মনে করি ছবির প্রেজেনটেশন বা উপস্থাপনাও ছবিটির অন্যান্য কোয়ালিটির মতনই অত্যন্ত জরি। অ

াপনি তো বিদেশের বহু প্রদর্শনীতে গেছেন, সেইসব প্রদর্শনীর কথা মাথায় রেখেই আপনাকে প্রশ্নটির সম্মুখীন করছি।

যোগেন ঃ এটা তো অত্যন্ত জরি বিষয়। কোনো প্রদর্শনীতে ছবিগুলোকে একটা নির্দিষ্ট রিদম বা ছন্দোবদ্ধভাবে সাজানো উচিত। রিদম না থাকলে কোনো কিছুতে সামঞ্জস্য আসে না। সামান্য ঘর সাজানোর কথাই ধন না। সামান্য ঘর সাজানোর কথাই হলো কিন্তু তাদের মধ্যে যদি অন্তর্নিহিত কোনো রিদম না থাকে তবে সব আয়োজনই বৃথা। একক এককভাবে প্রত্যেকটি ছবির উদ্দেশ্য ও গুত্ব থাকলেও সবসময় দেখাতে হবে প্রদর্শনীতে যখন ছবিগুলো টাঙানো হচ্ছে তার মধ্যে যেন পারস্পরিক একটা সম্পর্ক ফুটে ওঠে। তখন যদি সাউণ্ড এফেক্ট দেওয়া হয় অর্থাৎ মিউজিক সিস্টেম চালানো হয় তখন দেখা উচিত ছবিগুলোর ভাবপ্রকাশের সঙ্গে তার প্রকাশভঙ্গির কোনো মিলথাকছে কিনা। আমার মনে হয় শুধু প্রদর্শনী কেন, এই সামগ্রিক ছন্দোবদ্ধ ব্যাপারটা জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম, জীবনযাপন, আইডিয়ালিজম--- সব ক্ষেত্রেই ছন্দোবদ্ধতা অপরিহার্য।

অতনু ঃ আমাদের ফোটোগ্রাফিতে টেকনিক্যাল সুযোগসুবিধার পাশাপাশি অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন ধন আপনার ঠিক চোখের সামনেই একটা বিরাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দিক পরিবর্তন না করলে চেষ্টা করে গাছটাকে আউট অফ ফোকাস করতে পারলেও ছবি থেকে তাকে হয়তো সম্পূর্ণ উধাও করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু আপনাদের পেন্টিং -এর ক্ষেত্রে আপনার অপছন্দের বিষয়টাকে বাদ দিয়ে অনায়াসেই আঁকা শু করে দিলেন। এই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

যোগেন ঃ ফোটোগ্রাফ যেহেতু একটা যন্ত্রের মাধ্যমে হয়, তার একটা সীমাবদ্ধতা থাকবেই । এই সীমাবদ্ধতা অতিত্রম করার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো পথ আছে, ক্যামেরারই কোনো কোনো যন্ত্রাংশ এই অসুবিধা কিছুটা কাটাতে পারে। আবার ছবি প্রিন্টের সময়ও ফোটোগ্রাফের কিছু উন্নতি ঘটানো যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছবি যখন আর্ট ফোটোগ্রাফ হয়ে ওঠে তখন একটা পেন্টিং-এর যতই আঙ্গিকগত স্বাধীনতা থাকুক না কেন, ফোটোগ্রাফার তার জ্ঞান, বিশ্বাস , ভাল লাগা ও সৃজনশীলতা দিয়ে ফোটোটি তুলে যদি মনে করেন অন্যান্য অসুবিধাগুলো এর কোনো কারনইনয় তখন সেটি অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ ফোটোগ্রাফ হয়ে উঠতে পারে। আমি মনে করি ফোটোগ্রাফের আঙ্গিকগতএমন কোনো বাধা নেই যে বাধা অনতিত্রম্য এবং আর্ট ফোটোগ্রাফ হতে বাধা দেয়। এক্ষেত্রে একটা ভাল ফোটোগ্রাফ ও একটা ভাল পেন্টিং দুটোরই স্বাধীনতা সমান। শুধু দরকার একশভাগ বিশুদ্ধ ত্রিয়েটিভ মাইণ্ড। এমন অনেকফোটোগ্রাফ দেখেছি যে ফোটোগ্রাফের দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকতেও একঘেয়েমি লাগেনি। সিনেমার একক একক ফ্রেমেও তা লক্ষ্য করেছি। কোনো ফোটোগ্রাফার কোনো বিষয়কে যদি খুব আন্তরিক মন দিয়ে ক্যামেরায় বন্দী করে তার পক্ষে সবসময়ই উতরে যাওয়া সম্ভব। এটা আমি বিশ্বাস করি।

অতনু ঃ বর্তমানে সাদাকালো ফোটোগ্রাফের সঙ্গে রঙিন ফোটোগ্রাফের একটা সংঘাত চলছে। রঙের দাপটে ত্রমশপিছু হটছে সাদাকালো। বিদেশের বহু জায়গায় 'সাদাকালো' ফোটোগ্রাফি বাঁচাও আন্দোলন ক্লাব'ও গঠন হয়ে গেছে। মনে কন আপনি কোনো একটি প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখলেন দুটি কক্ষে এই দু'রকম ফোটোগ্রাফ আছে। আপনি কোন ঘরে আগে ছবি দেখতে ঢুকবেন ?

যোগেন ঃ একটা ব্যাপার হচ্ছে, রং যখন পেন্টিং-এ ব্যবহার করি তখন আমরা কম্বিনেশনটা তৈরি করতে পারি কিন্তু ফোটোগ্রাফে অনেকসময়ই এব্যাপারটা ঘটেনা। তার ফলে আমরা যারা শিল্পী অধিকাংশ সময়েই সাদাকালো ছবিটাই বেশী পছন্দ করি, একথা বলতে দ্বিধা নেই। সেটা ঘটনাচত্রে দেখেছি। কালার মানেই যে ইন্টারেস্টিং হবে--- তার কোনো মানে নেই, অনেকসময় অনেক কালার ডিসট্রিবিউশন এমনভাবে হয় যা দেখতে খুব ভাল লাগে। সাদা কালো ছবিতে যে স্পেস এবং টোনাল কোয়ালিটির ডিভিশনটা করা যায় তা কালারে অনেক সময় ঠিকমত ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। সেই কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কালার ফোটোগ্রাফি খুব একটা ভাল লাগে না। তার জন্য আমরা দেখতে পাই অতীতেও যেমন

দিকপাল ফোটোগ্রাফাররা সাদাকালো ছবি করে আমাদের মুগ্ধ করেছে ভবিষ্যতেও করবে।
অতনু ঃ আপনি ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনী হলে দেখতে যান ? শুধুমাত্র ফোটোগ্রাফ সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কথা জানতে চাই।

যোগেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার কাছে বহু ফোটোগ্রাফির বই আছে এবং এখনও কিনে থাকি। ৫০-এর দশকে হয়ে যাওয়া ফ্যামিলি অফ ম্যান- এর যে বিখ্যাত ফোটোগ্রাফির প্রদর্শনীর কথা বললাম, সে বইও আমার কাছে আছে। তাছাড়া বিশ্ববিখ্যাত 'লাইফ' পত্রিকার ফোটোগ্রাফির ওপর সংখ্যাগুলোও কিনেছি। আমি নিজেও মাঝে মাঝে ছবি তুলে থাকি। এবং মনে করি কখনো সেখান থেকে প্রিন্ট করলে খুব ভাল কিছু ফোটোগ্রাফ বেরোবেও।

অতনু ঃ তার মানে ভবিষ্যতে আপনার ফোটোগ্রাফের ওপরও একটা প্রদর্শনী আশা করতে পারি ?
যোগেন ঃ নিশ্চয়ই। আমি তো একবার সিমা আর্ট গ্যালারিকে বলেই ছিলাম আমরা কয়েকজন শিল্পী যারা ফোটোও তুলি তাদের ফোটোগ্রাফ নিয়ে একটা প্রদর্শনী করতে। বিকাশ ছবি তোলে, আমি তুলি, এরকম আরও কয়েকজন শিল্পী আছেন---- হলে প্রদর্শনী খুব একটা মন্দ হবে না। আগে আমি খুব সিরিয়াসলি ছবি তোলার চেষ্টা করতাম, এখন ক্যাজুয়ালি ছবি তুলি, নিজের পেন্টিং এর প্রয়োজনে। আমার ধারণা আমি যে ধরনের ছবি তুলেছি সে ধরনের ছবিকে একটু ম্যানিপুলেট করে প্রিন্ট করলে তা থেকে খুবই ভাল মানের কিছু ছবি বেরোতে পারে। শিল্পের আরেকটি শাখার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আলোকচিত্র শিল্প সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা আছেএবং বুঝেও থাকি। টেকনিক্যাল নলেজটা নেই এটা বলতে পারি।

অতনু ঃ বিভিন্ন শিল্পকলার কোয়ালিটি আর কোয়ানটিটি নিয়ে বহুবার বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে । মনে কন আপনার ওপর কোনো চাপ দেওয়া হলো না যে বছরে নির্দিষ্ট এতসংখ্যক ছবি আপনাকে আঁকতেই হবে। সে ক্ষেত্রে মনও প্রাণের তাগিদে ন্যূনতম কতগুলো আঁকা উচিত বলে মনে করেন বা কোনো শিল্পীর বছরে ন্যূনতম কত ছবি আঁকা বা শিল্প সৃষ্টি করা উচিত বলে মনে করেন ?

যোগেন ঃ এক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। এটা মূলতঃ নির্ভর করা উচিত সিনসিয়ারিটি অফ দ্য ক্রিয়েটরের ওপর । সিনসিয়রিটি আর অনেস্টি হচ্ছে বেসিক। তার মধ্যে থেকে সে যদি বেশী কাজ করে তাহলে ক্ষতি নেই। তবে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সে যদি বেশী কাজ করে তাহলে তার শিল্প নষ্ট হবার সম্ভবনা থাকে। যেমন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সারা জীবনে মাত্র ১৩টা ছবি এঁকেছিলেন তাতেই তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন। আবার পিকাসোর প্রায় আড়াই হাজারের ওপর পেন্টিং আছে, তিনিও কম বিখ্যাত নন নিশ্চয়ই ! খারাপ - ভালো মিশিয়ে পিকাসো পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পেন্টার্স অফ অল টাইম। কাজ বলতে ভালআর মন্দ এর সঙ্গে সংখ্যা তত্ত্বের যোগাযোগ নেই বলেই আমি অন্ততঃ মনে করি। কোনো ফোটোগ্রাফার কম ছবি তুলেও বিখ্যাত হতে পারেন। ছবির গুণগত মানই হচ্ছে শেষ কথা।

অতনু ঃ আমাদের ফোটোগ্রাফিতে গ্রুপ এগজিবিশনের প্রবণতা খুব বেশী এবং হয়ও। সেখানে সোলো বা একক প্রদর্শনী প্রায় হয় না তা বললেই চলে। কিন্তু অন্য শিল্প মাধ্যমে একক প্রদর্শনী খুবই হয়। একজন ফোটোগ্রাফারকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে বা জানতে একক প্রদর্শনী খুবই গুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না কি ? এ ব্যাপারে আপনার মত কি ?
যোগেন ঃ এটাও নির্ভর করে মূলতঃ শিল্পীর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। সবাই তো আর 'ওয়ান ম্যান শো' করতে পারচে না, তার ওপর গ্যালারিও ফাঁকা পাওয়া যায় না বেশিরভাগ সময় । ফলে তখন তাকে 'গ্রুপ শো'তেই থাকতেহয়। তবে একক প্রদর্শনী করতে গেলে তার সামগ্রিক মানের কথা ভেবেও করা উচিত। আমি একটা ব্যাপারে খুব তাচ্ছিল্য আর কটাক্ষ করে বলি আমাদের দেশে বিশেষ করে এই বাংলায় পুজোর সময় দেখা গেল শাড়ী ধুতি টাঙিয়ে তাতে সেফটিপিন

দিয়ে কিছু ফোটোগ্রাফ বা পেন্টিং টাঙিয়ে দেওয়া হলো। তার সামনে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হল। এভাবে কিন্তু কিছুই হয় না। এটা নিজের প্রতি নিজেদের একটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ । প্রদর্শনীর মধ্যে একটা সিরিয়াসনেস আনা খুবই জরি। তার জন্য বড় বড় ছবি তৈরি করা, তার ক্যাটালগ করা--সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে প্রচণ্ড সিরিয়াসনেস আনা দরকার। কেরাণীসুলভ মন নিয়ে আর যাই হোক ভাল শিল্পীও হওয়া যায় না, ভাল প্রদর্শনীও করা যায় না । এক্ষেত্রে মানসিক গঠনের ব্যাপক পরিবর্তন আনা দরকার। নাহলে কিছুই দাঁড়াবে না। ছবির গতানুগতিকতাকে ভাঙা দরকার । নতুন কিছু সৃষ্টি হোক নতুন ভাবে। তার জন্য কঠোর অনুশীলন বা চর্চার প্রয়োজন আছে অবশ্যই। কেরাণীসুলভ মনোভাব আমাদের বিসর্জন দিতেই হবে। নাহলে ভাল কিছু করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। একেবারেই সম্ভব নয়।

অতনু ঃ স্পোজিশন সম্পর্কে .....

যোগেন ঃ কম্পোজিশন তো খুবই কমন বিষয়। ছবিতেও আছে, আবার একজন আর্কিটেক্টকেও বাড়ি
তৈরি করতে গেলে কম্পোজিশন করতে হয়, ঘরের মধ্যে একটা ডিসপ্লে করতে গেলে সেখানেও কম্পোজিশন করতে হয়। তাই কম্পোজিশনটা কোনো শিল্পের একদম গোড়ার কথা। এবং তার গোড়াতেও আবার একটা সেন্স অফ অ্যাবস্ট্রাকশন কাজ করে। যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল বিষয়েই--- যেগুলো আমরা মেপে বলছি--- কিন্তু তার আরও ভেতরে গেলে অ্যাবস্ট্রাকশনের ব্যাপরটাও আছে। সেইজন্য আমি যখন ছাত্রদের কম্পোজিশন বোঝাই আমি সহজ কতগুলো কথা বলি। আমি বলি যে একটা দেওয়াল রয়েছে, আর কতগুলো নানারকমের অবজেক্ট দিয়ে দিলাম। দশজনকে সাজাতে দিলে দেখা যায় দশজন দশরকম ভাবে সেটা সাজিয়েছে। এরমধ্যে কোনো সাজানো হয়তোপ্রপার বা মোর আর্টিস্টিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠেছে। সেটা কেন ! সেই জায়গাটা আমাদের ভালভাবে বুঝতে হবে যে কেন সেটা ভাল হয়ে উঠেছে। এই দিকটার মধ্যে অনেকগুলো মাঝামাঝি হতে পারে, আবার কতগুলো খারাপ হতে পারে। এই ভাল আর খারাপের সমাধানটা খুঁজে বের করাই কম্পোজিশন --- কম্পোজিশন সিমেট্রিক্যালহতে পারে, ডি-সিমেট্রিক্যাল হতে পারে। এই ডি-সিমেট্রি কম্পোজিশন সম্পর্কে আমাদের বেশী সতর্ক হতে হয় যে এটা কেন হচ্ছে এ ক্ষেত্রে কেন যে এটা ভাল লাগছে তা অনেকসময়ই আমরা বুঝতে পারিনা। আমরা কিন্তু সমস্তটা অঙ্ক দিয়ে সমাধান করতে পারিনা।এখানে একটা অদ্ভুত টেনশন তৈরি হয় বিশেষ করে স্পেসের। নেগেটিভ স্পেস আর পজিটিভ স্পেসের মধ্যে একটা টেনশন হয় । সেই টেনশনটা আমাদের মনের ভেতর এসে একটা জার্ক তৈরি করে। যে শিল্পী --- সেনসিটিভ শিল্পী --- যে সত্যিকারের শিল্পী সে কিন্তু বুঝতে পারে কোথাও কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে যেটা তার খুব ভাল লাগছে। যেটা তার মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরি করছে। ভাল ছবির কম্পোজিশনের মধ্যে ঐ আলোড়নের জায়গাটা থাকবেই। যেটা আমাদের সেনসিবিলিটির মধ্যে দিয়ে এসে ব্রেনে আঘাত দেয় । এটাই আমাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে ভাইব্রেট করে। এটা সহজভাবে মাপ করে, হিসেব নিকেশের অঙ্ক করে বোঝা যায় না। এইভাবে ছবিতে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটা সম্পর্ক আর টানাপোড়েনের ওপর কম্পোজিশেনের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে । কোনো বস্তু ছবিকে বাইরের দিকে টানছে--- কোন বস্তু ছবির ভিতরের দিকে যেতে চেষ্টা করছে আর তারই ফাঁকে কোনো বস্তু বাঁকাভাবে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করব, পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করব ততই ভাল বুঝতে পারব। যেমন আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কম্পোজিশন নিয়ে মজা করি এইভাবে--- একটা গাছতলায় একটা লোক বসে আছে, তখন তারা হাতের ড্রইং অত ভাল করে করতে পারে না--- তখন করে কি লোকটাকে চাদরের তলায় হাত গুটিয়ে বসে আছেএঁকে দেয়। এখানে কোনো ব্যতিত্রম নেই। সবকিছুই খুব ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। কম্পোজিশনের মধ্যে এই ব্যতিত্রমগুলো নিয়েই ভাবতে হবে। ছবিতে একটা টেনশন তৈরি করতে হবে। কি বিষয়বস্তু কি ফর্মের কম্পোজিশন সবেতেই টেনশন তৈরি করতে হবে। তবেই তো ছবি জমবে। আসলে বিভিন্ন ফিগারছবি ফর্মকে রিপ্রেজেন্ট করে। আর অর্থাৎ নেগেটিভ স্পেস তৈরি করছে, যেটা কখনো ভালো লাগছে, কখনো লাগছে না। যার মধ্যে অনুভুতি আছে সেই বুঝতে পারবে। এছাড়া ফিলিংস, টেক্সচার, এনভায়রনমেন্ট ত্রিয়েশনের ব্যাপার আছে। আরও কত কি কম্পোজিশেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব একাকার হয়ে যায়।

অতনু ঃ পোর্ট্রেটকে কি অন্য সব বিভাগের থেকে অনেক কম মর্যাদার বলে মনে করেন ?

যোগেন ঃ একটা জিনিস হচ্ছে --- পেন্টিং -এর যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে শিল্পীরা তার নানান পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। আ র্লি পোর্ট্রেট থেকে শু করে ক্রমাগত পোর্ট্রেটের মধ্যে সমসাময়িক অবস্থা, সমসাময়িক রীতিনীতি এসব ধরা পড়েছে। অর্থাৎ রেনেশাঁস পিরিয়ডের পোর্ট্রেট তারপর রেমব্রাঁ-র পোর্ট্রেট, তারপর ভ্যানগগের ইম্প্রেশনিজমের সময়ের পোর্ট্রেট কিংবা তারপরে কিউবিজমের পোর্ট্রেট বা পরবর্তী ফটোরিয়ালিজমের পোর্ট্রেট--- নানা স্টেজে নানাভাবে পোর্ট্রেট করা হয়েছে। কিন্তু ফোটোগ্রাফিতে পোর্ট্রেট করতে গেলে একটা সমস্যা তৈরি হয়। সেখানে এতসবপরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় না। তার ফলে ফোটোগ্রাফার তাতে কিভাবে নতুনত্ব আনতে পারে তা তাকে আলাদাভাবে ভাবতে হবে। সে যদি নতুনভাবে কিছু নিয়ে আসতে পারে, নতুন সময়কে ধরে রাখতে সেই পোর্ট্রেটের মধ্যে বা বিভিন্নরকম টেকনিকাল কায়দাকানুনের মধ্যে তা নিয়ে আসতে পারে--- তবে একজন ক্রিয়েটিভ ফোটোগ্রাফারহয়ে উঠলে তবেই তা তার ছবিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। ফে াটোগ্রাফার এরকম একেবারেই সম্ভব নয় তা আমি মনে করিনা। এখনও ফোটোগ্রাফির পোর্ট্রেটের মধ্যে অনেক নতুনত্ব নিয়ে আসা যায়। আমি মনে করিনা বা বিশ্বাসকরিনা অন্য সব বিভাগের তুলনায় পোর্ট্রেটকে বাদ দেওয়া বা অমর্যাদা কর ার কিছু আছে। মনে করি প্রতি যুগে যুগেই মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার দরকার আছে। যেমন প্র াগৈতিহাসিক মানুষেব চারিত্রিকবৈশিষ্ট্য --- প্রথম যুগের স্টিল লাইফ--- যেখান থেকে ফোটোগ্রাফ শু হয়েছিল--- সেই ফরাসী দুইভাই--- যারা যেপ্রথম ফোটোগ্রাফ তোলেন আর কি--- সেই ঘরের মধ্যে স্টিল লাইফ দিয়ে শু করেছিলেন--- তারা যে স্টিল লাইফকরেছিলেন আজকের জীবনে স্টিল লাইফ তো সেই সময়ের মতো হবে না। আজকের মানুষের ফে াটোগ্রাফের মধ্যেযদি আজকের মানুষের চেহারা ধরে রাখা যায়---- যে এই লোকটা ঠিক এই সময়ের লোক--- অ াজকের এই যে অবক্ষয় --- এই যে রাজনৈতিক নেতাদের ও সমাজের বিভিন্ন দিকে অবক্ষয়---- এই চরিত্রগুলোকে যদি পোর্ট্রেটের মধ্যে আনা যায় তাহলেই সেই পোর্ট্রেটটি একটি সফল পোর্ট্রেট হবে বলে মনে করি। এখানকার সামগ্রিক জীবনের পরিচয় পোর্ট্রেটের মধ্যে পড়তে বাধ্য।

অতনু ঃ ইদানীং বিভিন্ন ফোটোগ্রাফেও কাটিং পেস্টিং করে রং বুলিয়ে ডার্কমের কারসাজিতে ফোটোগ্রাফ তৈরিহচ্ছে--- খানিকটা আমাদের কমার্শিয়াল আর্ট ওয়াক যেভাবে তৈরি হয় সেরকম আরকি। এ সম্পর্কে আপনার মনে

াভাব কিরকম।

যোগেন ঃ ফোটোগ্রাফের নিজে একটা আর্ট হয়ে গড়ে ওঠা উচিত বলে অন্ততঃ আমি মনে করি। একটা ছবি একটাফোটে াগ্রাফিই তো ? --- একটা ড্রইং, ড্রইং হতে পারে---- একটা ডিজাইন, ডিজাইন হতে পারে আবার এই ডিজাইনটা একটা আর্ট হয়ে উঠতে পারে। একটা আর্চিটেক্চার শুধুই আর্চিটেক্ট হতে পারে --- সেটা মানুষের বাসযোগ্য হবার জন্য গড়ে ওঠে বা বানানো হয়। সেই বিল্ডিংটাই আবার আর্টওয়ার্ক হয়ে উঠতে পারে। সেই অর্থে এটাও একটা ড্রইং আর্টওয়াক। সব পেন্টিংই আর্ট নয়।--- যে কোনো ছবি আঁকা হলেই সেটা আর্টওয়ার্ক হয়ে যায় না। আর্টএবং পেন্টিং এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আর্ট এবং ফোটোগ্রাফির মধ্যে--- আর্ট ফোটোগ্রাফ বা ফোটোগ্রাফটারমধ্যে একটা পার্থক্য আছে, নিউজ ফোটোগ্রাফের আর্ট ফোটোগ্রাফ হয়ে ওঠে একেক সময় যে কোন ধরনের ফোটোগ্রাফই আর্ট ফোটোগ্রাফ হতে পারে তার মানে এই নয় সব ফোটোগ্রাফ। ব্রেঁসো, এনসেল অ্যাডামস, ম্যানরে এরা ফোটোগ্রাফকে আর্টের পর্যায়ে আনতে পেরেছেন। কিংবা ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘চালতা’তে সুব্রত মিত্র যে ছবি তুলেছেন তা আর্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং আর্ট হয়ে ওঠে আর্টের চাহিদা থেকে । তখন সেটা শুধুমাত্র আর্ট ওয়ার্কঅব কাটিং পেস্টিং হয়ে থাকে না।

অতনু ঃ আর কাটিং পেস্টিং -এর যে কথাটা বলছিলাম----

যোগেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার সেই কথার উত্তরেই আসছি। কাটিং, পেস্টিং করে তৈরি একটা ফোটোগ্রফ, শুধু ফোটোগ্রাফ নয়, ট্র্যাডিশনাল অর্থে। সেটা ফোটোগ্রাফকে বেস্ করে আরেকটা আর্টওয়ার্ক হয়ে উঠবে। এটাতে আমাদেরকোনো অ াপত্তি নেই। তার কারণ, আমরা যেটা চাই, সেটা তখন ফোটোগ্রাফিক নয়, আবার পেন্টিসও চাইছি না।আমরা আসলে তা থেকে একটা ফাইনাল আর্টওয়ার্ক চাইছি। অর্থাৎ যেটা আমাদের চোখে দৃষ্টিনন্দন এবং আমাদের আনন্দ দেয় আর

মুগ্ধ করে, আমাদের উদ্দীপিত করে। আমরা যে কোনো মিডিয়ামকেই একটা আর্ট ফর্মেরদিকে নিয়ে যেতে পারি। এই স্বাধীনতাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। আমরা এক্ষেত্রে যদি রিজিড--- একগুঁয়েহয়ে থাকি তাহলে ফোটোগ্রাফকে কখনো সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারব না, মর্যাদা দিতে পারব না। সেই জায়গাটা ভাঙতেই হবে। একজন ফোটোগ্রাফার যদি এই ভাঙা গড়া শু করে তবে আমি অন্ততঃ একজন ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হিসেবে তাকে খুব আন্তরিকভাবে বলিষ্ঠতার সঙ্গে সমর্থন করব। আমি তা কখনই থাকতে চেষ্টা করবোনা---সেটা হোক না, ক্ষতি কি ? সে যদি সেটা প্রিন্টেড ফোটোগ্রাফ বা কাগজপত্র দিয়ে করে, আমি মনে করি যে কোনো আর্ট ফর্মের মধ্যে আনলিমিটেড পসিবিলিটি থাকবে। আজকে সেটাই তো হচ্ছে--- তাতে তো ক্ষতি নেই, বরং ভালোই তো। খুব ট্র্যাডিশনাল ফর্মে কনজার্ভেটিভ ওয়েতে বছরের পর বছর একই রকমের ফোটোগ্রাফ করেই যেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। একটা ছবির সঙ্গে আরেকটা ছবির মিলিয়ে আমি যদি প্রিন্ট করি--- আজকে সেটাও হচ্ছে। কিংবা তার সঙ্গে আমি হয়তো একটা ফলস্ কালার ইউজ করে দিলাম--- নেগেটিভটার মধ্যে একটাফলস্ কালার ঢুকিয়ে ছবিতে একটা কালার প্যাচ নিয়ে এলাম এবং এবং প্রিন্ট করে ফেলমাম--- এটাই তো ক্রিয়েটিভিটির মস্ত বড় জায়গা এখন। কনটেম্পোরারি লাইফে টেকনোলজি এমন ডেভলপ করে গেছে যে টেকনোলজিটাকে আমরা এর সঙ্গে ব্যবহার করতে চাই। সেটা না করা মানেই আধুনিকতা থেকে সরে থাকা।

অতনু ঃ একজন শিল্পীর সারাদিনের আদর্শ বিন্যাস কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন ? অর্থাৎ সকাল থেকে রাত কেমন হওয়া উচিত ? যেমন অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, একজন শিল্পীর জীবন ছন্দের সঙ্গে একজন মিলিটারিরজীবনবিন্যাসের প্রায় তফাৎ না রাখাই ভাল। অর্থাৎ মিলিটারি ডিসিপ্লিন--- মুড না থাকলেও নিয়ম করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আবার কিছু শিল্পীর--- মুড এলে তবেই কাজ- এই নীতিতে চলা উচিত.....

যোগেন ঃ এই ক্ষেত্রে একটা বড় উদাহরণ হল রবীন্দ্রনাথ। ইনিও কিন্তু অসম্ভব ডিসিপ্লিনড ছিলেন। সেই ভোর চারটেয় উঠে প্রতিদিন চিরতার জল খেয়ে চিঠি লিখতে বসতেন। তারপর লেখালেখি শু হতো। এরপর নিয়মিত কাজগুলি করতেন। যেমন ধন পাঠভবনে ক্লাস নিতেন, বিভিন্ন আগত লোকেদের সঙ্গে দেখা করতেন। একটা দিকথেকে আমি মনে করি যে, শিল্পের যিনি একজন ক্রিয়েটর তার মধ্যে যদি ক্রিয়েটিভ এলিমেন্টটা থাকে তাহলে কোনো ডিসিপ্লিনই সেটাকে নষ্ট করে না। এটা একটা আর দ্বিতীয়তঃ কোনো শিল্পী যদি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে বাধ্যহয়ে তখন একটা সময়ের ডিসিপ্লিনে নিজেকে বেঁধে নিতে হয়। তবে কার যদি অঢেল সময় থাকে, সে নিশ্চয়ই রিল্যাক্স করে কাজ করতে পারে। এগুলো সবই রিলেটিভ। এটা কার সঙ্গে কার মেলানো উচিত নয় বলেই মনেকরি। প্রত্যেক ক্রিয়েটারের টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটি আলাদা। তবে ডিসিপ্লিন যে সব সময় শিল্পের বা শিল্পীর ক্ষতি করে--- এটা আমি বিশ্বাস করি না। তবে একটা ডিসিপ্লিন থাকা ভালই। ডিসিপ্লিন মেনে কাজ করতেন এমন উদাহরণ আমাদের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অনেক আছে। এই ধন নন্দলাল বসু, উনি রোজ নিয়ম করে সকালবেলা উঠে সাবজেক্ট কিছু পান বা না পান ব্রাশ নিয়ে দু'একটা ড্রইং প্রথমেই করে ফেলতেন। এই প্র্যাকটিসটা যে কোনো ডিসিপ্লিনড শিল্পীকে খুব সহায়তা করে। এর ফলে এই প্রচেষ্টাতেই যখন তার মুড আসত, কাজটা খুব ভাল করে শু করতে পারতেন। প্রত্যেক শিল্পীরই অনুশীলনের একটা জায়গা রাখা উচিত। সবাই তো খুব গ্রেট আর্টিস্ট না---সবাই তো খুব গ্রেট ফোটোগ্রাফারও হন না। এইজন্য এফোর্টের জায়গাটা রাখাই ভাল।

অতনু ঃ আপনি ওয়ার্কশপ ভিত্তিক আউটিং -এ বিশ্বাস করেন ?

যোগেন ঃ সবাই মিলে যৌথভাবে উৎসাহের সাথে বেরিয়ে একটা শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টার আলাদা মূল্য ও আনন্দ আছে বলে মনে কর। যেমন আমাদের বিভিন্ন রকম আর্টক্যাম্প হয়। সত্যি বলতে কি আর্টক্যাম্পে সত্যি করে ভাল ছবি অনেক সময়ই হয় না কিন্তু তার মধ্যে একটা সোশ্যালাইজেশন হয়। এই সোশ্যালাইজেশনেরও একটা প্রয়োজন আছে। এই যে হৈ হট্টগোল করতে করতে অনেকজন মিলে বেরিয়ে পড়া- এর মধ্যে সাংগঠনিক ব্যাপারের সঙ্গে একটা অবাধ মতবিনিময়ের পরিবেশ গড়ে ওঠে যেটা আমাদের কলকাতায় একেবারেই নেই। কিন্তু এটার খুব দরকার। ওয়ার্কশপ সমর্থন করি। এর মধ্যে দিয়ে আর্টিস্টিক বা ফোটোগ্রাফি এরিয়া যতটুকু গড়ে উঠুক, সামান্য থাকলেও এটা করা উচিত। মাঝে মাঝে এ রকম বেরিয়ে পড়া ভাল, তার সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল দেখা তাদের সঙ্গে পরিচয়েরও একটা ব্যাপার আছে। অনেকসময় মনে হতে পারে অ

র্টিক্যাম্পে প্রচুর সময় নষ্ট হয়--- হয়তো তাই -- আসল ছবিটা হয়তো আঁকা হয়ে ওঠে না অনেকসময়ই। কিন্তু পরবর্তীকালে তার কাজে কোনো- না কোনোভাবে এর প্রভাব পড়ে । ব্যক্তিগতভাবে, ক্রিয়েটিভ ফোটোগ্রাফারকেও একটা কথা বলতে পারি, প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট এরিয়া বেছে নিয়ে ফোটো তোলা উচিত। সবাই একই ধরনের ফোটো করল--- এটা খুব কাম্য নয়। কেই প্রকৃতি,কেউ পোকামাকড়, কেউ স্ট্রাকচারাল ফোটোগ্রাফিক, কেউ গ্রাফিক্যাল, কেউ আলোছায়া নিয়ে, কেউ বা হিউম্যান এক্সপ্রেশন, কেউ বা--- মানুষ নিয়ে করল। ফলে ৩০ জন ফোটোগ্রাফার কাজ করলে ৩০টা বিষয় গড়ে ওঠে। দে বিকেম সিগনিফিকেন্ট। আর দ্বিতীয়তঃ ফোটোগ্রাফিটা একটা প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট ইন এনি কেস। তার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের যে ঐতিহ্যর জায়গা, আমাদের দেশের স্পিরিট--- দেশের বিভিন্ন কথা যে জায়গার মধ্যে দিয়ে আলাদা করে বলা যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো ফোটোতে তুলে ধরা হয়। জ্যোতি ভাট বলে আমাদের যে শিল্পী বন্ধু আছেন তার কথা নিশ্চয়ই জানো না উনি গুজরাটে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফোটোগ্রাফি করে সেখানে ট্রাডিশনালআর্টের সঙ্গে ঘরের অলংকরণের কাজ করেছেন। ফোক আর্ট তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক সেসব নিয়েঅন্যধরনের কত কাজ করার বেশি সুবিধা আছে। উড়িষ্যাতেই কত লোক কাজ করছে ফোক আর্টের ওপর। সেখানকার গ্রামের ভেতর ঢুকে বিভিন্ন ঘরে ঘরে এসব নিয়ে অসাধারণ ফোটোগ্রাফ তোলা যেতে পারে। আমাদের এখানকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ডোকরার কাজ, ছৌনাচের বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম তৈরির কাজ বিভিন্ন মূর্তি গড়ার কাজ--- এসবের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা ও আর্টের একটা অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। এই সোশ্যাল আণ্ডারস্ট্যান্ডিং -এর জায়গাটা ধরে মানুষ কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করার জন্য পরিশ্রম করচে সেটাকে নিয়েও ভাল ফোটো হতে পারে। শ্রমিকের বিভিন্ন শ্রমদানের ওপরই দাণ দাণ ছবি তোলা সম্ভব। কখনো শিশুই হয়তো ছবির বিষয় হয়ে উঠতে পারে। সাধারণভাবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলা তো থাকছেই।

অতনু ঃ হতেই পারে। যেখানে এগুলোকে এপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করা যাবে সেখানেই সম্ভব। যখন মনে হবে একটা মাধ্যমের সঙ্গে আরেকটা মাধ্যমের সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এরকম করা সম্ভব হচ্ছে, তখনই করা উচিত। নাহলে মনে হবে হঠাৎই কিছু গজিয়ে উঠেছে। যেমন থিয়েটারে স্টেজের মধ্যে ফোটোগ্রাফিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত আমি কলকাতায় দেখিনি। স্কিনে বিরাট ফোটোগ্রাফকে ব্যাক প্রোজেকশন করে বা স্টেজের সামনের দিকে ফোটোগ্রাফকে প্রোজেকশান করে স্টেজে বিভিন্ন ধরনের নতুনত্ব সৃষ্টি করা যায়। পেন্টিং নিয়ে স্টেজে এরকম বহু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ হয়েছে। বম্বেতে আমার এক শিল্পী বন্ধু আছে যে স্টেজ তৈরি করছে পেন্টিং দিয়ে। তাহলে ফোটোগ্রাফ দিয়েই বা নতুন আঙ্গিকে স্টেজ করা যাবে না কেন ? একজন পেন্টার আর ফোটোগ্রাফারের মধ্যে আগেই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে এটার সঠিক প্রয়োগ সম্ভব। দুজনে দুজনের মনোভাবকে আগেই চিনে নিতে পারবে। এই তোমাদের রঘু রাই-এর কথাই ধর। আমাদের এক স্কাল্পটার বন্ধু আছে নাম হিম্মৎ সাউ। ওরসঙ্গে রঘু রায়ের খুব ভাল সম্পর্ক। ওরা পরস্পরের খুব ভাল বন্ধু। ফলে তার শিল্পকর্মের প্রচুর ছবি রঘু রাই তুলে দেন। এখন তারা যদি পেন্টিং আর স্কাল্পচার মিশিয়ে একটা প্রদর্শনী করেন তবে সেটা ভাল হতে বাধ্য। আমরা যাইকরি না কেন, কনশাসলি করলে পরবর্তীকালে সেটা কালচারে পরিণত হবে। সেটা আমার পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। তবে এত কথা, এক প্রসঙ্গের মধ্যে আমি একটা কথাই বলি---আমি সবকিছুর আগে অনেস্টি আর সিনসিয়ারিটিকে সবচেয়ে বেশী গুত্ব দিই। এতে সব হয়। যেকোনো ক্রিয়েটিভ আর্ট ডিসঅনেস্টির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। আমি যদি ইনসিনসিয়র থাকি, কাজের প্রতি, বিশ্বাসেরপ্রতি---- যেটা বুঝি না সেটাকে বললাম যে বুঝতে পারছি, যেটাকে জানি না সেটাকে বললাম জানি, যেটা করিনা সেটাকে বললাম হ্যাঁ, করি ---- সেই জায়গাটায় কিছু গড়ে ওঠে না। আমরা যারা যতটুকু নাম করতে পেরেছি সেই জায়গা থেকে বলছি--- আমরা এগুলো মেনেছি বলেই করেছি। হয়তো এতে তাৎক্ষণিক লাভ থাকলেও স্থায়ী কিছু পাওয়া যেতে পারে না। কোনো কিছুতে সাফল্যলাভ করতে গেলে কমপ্লিট ইনভলভ্‌মেন্ট দরকারই দরকার। এই যে রঘু রাই এত ভাল ছবি তোলেন, তা ফোটোগ্রাফিতে কমপ্লিট ইনভল্‌মেন্ট আছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। সবসময় তার গলায় ক্যামেরা ঝুলছে, ক্যামেরাই তার ধ্যান জ্ঞান, মেডিটেটিভ তাকে হতেই হবে। এই তোমাদের থার্ড আই ফোটোগ্রাফি গ্রুপ - ইনার আই ফোটোগ্রাফি গ্রপ --- তোমরাও যদি একটু সিনসিয়ারলি আর অনেস্টলি কাজ করো তাহলে অনেক নাম করতে পারবে। ছোটো গ্রুপ কি বড় গ্রুপ সেটা

বড় কথা নয়। আমি বিশ্বাস করি কোনো সিনসিয়ার জিনিস কখন বড় হয়ে উঠবে তা কেউ জানে না এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ত াই হয়েছেও। একটা ঘরের কোণে একেবারে অজানা জায়গায় একটা লোক যদি অনেস্টলি কিছু গড়ে তুলতে পারে সেটা অনেক বেশি বড় হবে। বাইরে হৈ হল্লা করে শো -অফ করে --- ঐ যে বলে না আর্টিফিশিয়াল, সুপারফিশিয়াল সব কায়দ াকানুনের মাধ্যমে---- এগুলো থেকে তা অনেক বেশীপাওয়ারফুল। ভাবো না। আইনস্টাইনের থিওরিটা কি তিনি খুব হৈ হৈ করে করেছিলেন ! তখন তার মাত্র ২৬ বছর বয়স এবং একটি অফিসের সামান্য ক্লার্ক। ক্লারিক্যাল অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি তার জগৎবিখ্যাত থিওরিটি তৈরি করেন। কোনো সৃষ্টির মধ্যে ফ্যাশনেবল কিছু নেই, বরং তা তৈরি হয় প্য াশন থেকে ।তাই তো ? নাকি ?

অনুলিখন ঃ মধুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
ফটোগ্রাফি পত্রিকায় প্রকাশিত